ঈশ্বরের বাক্যের ক্ষমতা

প্রথম থিষলনীকীয় ২ অধ্যায় ১৩-১৬ পদ

১থিষলনীকীয় ২ অধ্যায়ের প্রথম অংশে (১-১২ পদে) আমরা দেখেছি যে, পৌল তার পাঠক থিষলনীকীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থন করে, তাদের কাছে তারা কীভাবে সুসমাচার প্রচার করেছিল, তা তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। নেতিবাচক অর্থে তারা তাদের কাছে ভ্রান্তিমূলক কিম্বা অশুচিতামূলক বা ছলযুক্ত প্রচার করেনি (১-৬ পদ)। কিন্তু ইতিবাচক অর্থে তারা তাদের সন্তান জ্ঞান করে, তাদের কাছে স্তন্যদোত্রী মায়ের ন্যায় (৭-৯ পদ) বা পিতার ন্যায় (১০-১২) আচরণ করেছে। এরপর ১৩-১৬ পদে পৌল বর্ণনা করেছে, অন্যদের ন্যায় থিষলনীকীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের কাছে পৌলের **প্রচারের বিষয়বস্তু কী ছিল** এবং সেই প্রচারের প্রতি **থিষলনীকীয়দের প্রতিক্রিয়া** কী ছিল? ১৩ পদে পৌল বর্ণনা করেছে যে, পৌল তাদের কাছে কোনও মানুষের কথা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যই প্রচার করেছে; এবং থিষলনীকীয়রা পৌল ও তার সঙ্গীদের প্রচারকে **ঈশ্বরের বাক্য** বলেই গ্রহণ করেছিল। এখন পৌলের প্রচার প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরেরই বাক্য হওয়ায়, থিষলনীকীয়দের মধ্যে তা কাজ করে চলেছে। তা তাদের মধ্যে কী কাজ করে চলেছে, তার বর্ণনা আমরা ১৪ পদে পাই: যিহূদিয়ার খ্রীস্টবিশ্বাসীরা যেমন ইহূদীদের কাছ থেকে তাড়না ভোগ করেছিল, ঠিক তেমনই খ্রীস্টের কারণে থিষলনীকীয়রা তাদের স্বজাতীয়দের কাছ থেকে তাড়না ভোগ করে চলেছে। তথাপি, থিষলনীকীয়রা খ্রীস্টে বিশ্বাস থেকে দূরে সরে যায়নি, কারণ পৌল তাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্যই প্রচার করেছে (যা প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের শক্তি, রোমীয় ১:১৬), এবং সেই ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি থিষলনীকীয়রা খাঁটি বিশ্বাস করেছে। এরপর ১৫ ও ১৬ পদে, যিহূদিয়াতে ইহূদীরা কীভাবে প্রভু যীশুর প্রতি এবং ভাববাদী ও প্রেরিতদের প্রতি তাড়না করেছে, পৌল তার বর্ণনা দিয়েছে।

"***ঈশ্বরের বাক্য***," এই কথাটি যখন আমাদের কানে আসে, তখন যেন আমরা কেবল মানুষের প্রতি ঈশ্বরের সরাসরি কথাকে চিন্তা না করি। ৪টি সুসমাচারে, আমরা কেবল ৩টি স্থানে এমন উল্লেখ পাই, যেখানে ঈশ্বর সরাসরি মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন। যীশুর বাপ্তিস্মের সময় তিনি স্বর্গ থেকে যীশুর পরিচিতি ঘোষনা করেছেন (মথি ৩:১৭); এরপর যীশুর রূপান্তরের সময় পিতর, যাকোব ও যোহনের কাছে পুনরায় যীশুর পরিচিতি তিনি ঘোষনা করেছেন (লূক ৯:৩৫); এবং যীশুর পার্থিব পরিচর্যার শেষ সপ্তাহে, তিনি যখন তাঁর আগামী দুঃখভোগ ও মৃত্যুর বিষয় পূর্বাভাষ দিয়েছিলেন, তখন পুনরায় ঈশ্বর স্বর্গ থেকে তিনি কথা বলেছিলেন (যোহন ১২:২৮)। ঈশ্বর মানুষের কাছে তাঁর বাক্য উপস্থিত করতে এই পদ্ধতি কালেভদ্রে ব্যবহার করেছেন। পরিবর্তে, বেশিরভাগ সময় তিনি আমাদের ন্যায় **সাধারণ মানুষের মাধ্যমেই** তাঁর বাক্যকে মানুষের কাছে উপস্থিত করেছেন। যেমন তাঁর বাক্য যিরমিয়ের কাছে *"হাড়কে পর্যন্ত পুড়িয়ে ফেলে এমন আগুন"* হয়ে উপস্থিত হয়েছিল (যিরমিয় ২০:৯); কিম্বা এলিয়র কাছে ঈশ্বরের বাক্য *"হালকা শব্দের মিহি স্বর"* হয়ে উপস্থিত হয়েছিল (১রাজা ১৯:১২); কিম্বা দানিয়েলের কাছে *"স্বপ্ন ও দর্শনযোগে"* ঈশ্বর কথা বলতেন; আবার মোশির সঙ্গে ***মুখোমুখি হয়ে*** ঈশ্বর কথা বলেছিলেন (এর অর্থ, মোশির সঙ্গে তাঁর সুস্পষ্ট যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল, যাত্রা ৩৩:১১)। আবার ২পিতর ১:২১ পদে পিতর লিখেছে, *"ভাববাণী কখনও মানুষের ইচ্ছানুসারে উক্ত হয়নি, কিন্তু মানুষরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে, ঈশ্বর থেকে যা পেয়েছে, তাই-ই বলেছে।"* এটিই হল সেই সাধারণ পদ্ধতি, যার মাধ্যমে ঈশ্বরের বাক্য আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে।

থিষলনীকীয়রাও এই পদ্ধতিতে ঈশ্বরের বাক্য লাভ করেছিল। পৌল ও তার সঙ্গীরা যখন তাদের কাছে উপস্থিত হয়েছিল ও সুসমাচার প্রচার করেছিল, তারা উপলব্ধি করেছিল যে, সেই সমস্ত কথা কোনও মানুষের নয়, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বরের। তাই, তারা পৌলের দ্বারা প্রচারিত মঙ্গলবার্তাকে ঈশ্বরের বাক্যরূপেই গ্রহণ করেছিল। তাই, ১৩ পদে পৌল লিখেছে, *"আর এই*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

জন্য আমরাও অবিরত ঈশ্বরের ধন্যবাদ করছি যে, আমাদের কাছ থেকে ঈশ্বরের বার্তারূপ বাক্য পেয়ে তোমরা মানুষের বাক্য নয়, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বলে তা গ্রহণ করেছিলে; তা ঈশ্বরের বাক্যই বটে, এবং বিশ্বাসী যে তোমরা, তোমাদের মধ্যে নিজ কাজ সাধনও করছে।''

এই পদ থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, পৌল কখনও তার নিজের কথা প্রচার করেনি, কিন্তু সর্বদা কেবল ***ঈশ্বরের সুসমাচারই প্রচার করেছে*** (২:৯)। আবার ১করিন্থিয় ২:৪-৫ পদানুসারে, পৌল কখনও মানুষের জ্ঞান থেকে প্রচার করেনি। ঈশ্বরের কাছ থেকে যে বার্তা পৌল পেয়েছিল, সেই বার্তাই কেবল সে মানুষের কাছে প্রচার করেছিল। এখন, পৌলের প্রচারের সময় গ্রিক সংস্কৃতি অধ্যুষিত সেই সমস্ত স্থানে, গ্রিক দর্শনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ছিল। সেই সমস্ত দর্শনের সঙ্গে পৌলের দ্বারা প্রচারিত সহজ সরল সুসমাচারের পার্থক্য ছিল প্রচুর। ফলস্বরূপ, সমসাময়িক চিন্তাধারার সঙ্গে খাপখাইয়ে সুসমাচার প্রচার করার চাপ পৌল স্বাভাবিকভাবেই উপলব্ধি করেছিল। কিন্তু পৌল সেই চাপের কাছে নতিস্বীকার করেনি। না, সমসাময়িক দার্শনিক চিন্তা বা ধর্মীয় শিক্ষা বা বিজ্ঞানের অগ্রগতি পৌলের প্রচারের উৎস ছিল না; পরিবর্তে, পৌল ভালোকরে জানত ও বিশ্বাস করত যে, সে ঈশ্বরের মুখপাত্রমাত্র, তাই কেবল তাঁরই কথা মানুষের কাছে উপস্থিত করেছিল।

আর সেই সত্য উপলব্ধি করে, থিষলনীকীয়রা যখন পৌলের প্রচারকে ঈশ্বরের বাক্য বলে গ্রহণ করেছিল, তা দেখে পৌল ঈশ্বরের ধন্যবাদ করতে কখনও বিরত হয়নি। পৌল ও তার সঙ্গীদের ন্যায় সাধারণ মানুষদের মাধ্যমে ঈশ্বরের বাক্য থিষলনীকীয়দের কাছে উপস্থিত হয়েছিল। এখন, আজকের দিনেও আমরা এমন অনেক মানুষকে দেখতে পাই, যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে বাক্য লাভ করেছে বলে দাবি করে ও তা মানুষের কাছে তুলে ধরে। এমন পরিস্থিতিতে, তা সত্যিই ঈশ্বরের বাক্য কি-না, তা জানার উপায় কী? ঈশ্বর যেহেতু পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাস ও মানুষের সমস্ত দৈনন্দিন কাজকর্মের উপর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী (রাজা ও প্রভু), তাই কোনও ঘটনাই তাঁর বাক্যের বিপরীতে ঘটে না। অর্থাৎ, ঈশ্বর কখনও তাঁর নিজের বাক্যের বিপরীতে কোনও কাজ করেন না। তাই, কোনও ব্যক্তি তার কথাকে ঈশ্বরের বাক্য বলে দাবি করলেও, তা যদি বাইবেলের কথার সঙ্গে না মেলে, তবে ধরতে হবে সেই ব্যক্তির দাবি মিথ্যা। অন্যদিকে, যখন তারা বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী করে, যা কখনও বাস্তবায়িত হয় না, তার থেকেও আমরা তাদের দাবিকে সহজেই মিথ্যা প্রমাণিত করতে পারি (২বিবরণ ১৮:২০-২১)।

১৩ পদের শেষাংশে পৌল ঈশ্বরের বাক্যকে চেনার আরও একটি উপায়ের কথা বলেছে: *''. . . ঈশ্বরের বাক্য . . . তোমাদের মধ্যে নিজের কাজ সাধন করছে।''* ঈশ্বরের প্রকৃত বাক্য ঈশ্বরের শক্তি হওয়ায়, তা সর্বদা মানুষের মধ্যে কাজ করে থাকে; কারণ ঈশ্বর তাঁর বাক্যকে ব্যবহার করে নিজেই কাজ করে থাকেন (ফিলিপীয় ২:১৩)। তা তাদেরকে পরিবর্তিত করে এবং অন্যদের থেকে পৃথক করে থাকে। তাই, আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করি, বিশ্বাস করি ও তা পালন করি, তখন আমরা পরিবর্তিত না হয়ে থাকতে পারি না। কারণ, ঈশ্বরের বাক্য হল *''জীবন্ত ও কার্যসাধক, এবং সমস্ত দুই-ধার খড়্গ অপেক্ষা তীক্ষ্ণ, এবং প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সকলের বিভেদ পর্যন্ত মর্মভেদী, এবং হৃদয়ের চিন্তা ও বিবেচনার সূক্ষ্ম বিচারক''* (ইব্রীয় ৪:১২)। হ্যাঁ, পৌলের প্রচারকে যখন থিষলনীকীয়রা ঈশ্বরের বাক্য বলে গ্রহণ করেছিল, তাদের মধ্যেও ঈশ্বরের বাক্য কাজ করছিল। ১:৯ পদে, পৌল পূর্বেই উল্লেখ করেছে যে, তারা ***প্রতিমাদের থেকে ঈশ্বরের দিকে ফিরেছে***। পৌল এখানে গ্রিক ভাষায় বর্তমানকাল ব্যবহার করায়, তাদের মধ্যে বাক্যের এই কাজকে ক্রমশ বা ধারাবাহিক বা নিরবিচ্ছিন্নভাবে সাধিত হবার কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ, আমাদেরকে প্রত্যহ ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করতে হবে; গতকালের আধ্যাত্মিক পুঁজি দিয়ে আমাদের আজ চলবে না।

১৪ পদে পৌল তাদের মধ্যে ঈশ্বরের এই কাজের বর্ণনা দিয়েছে: *''কারণ, হে ভাইয়েরা, যিহূদিয়ায় খ্রীস্ট যীশুতে ঈশ্বরের যে সকল মণ্ডলী আছে, তোমরা তাদের অনুকারী হয়েছ, কারণ ওরা ইহূদীদের কাছ থেকে যে প্রকার দুঃখ পেয়েছে, তোমরাও তোমাদের স্বজাতীয় লোকদের কাছ*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

থেকে সেই প্রকার দুঃখ পেয়েছ।'' খ্রীস্টের জন্য দুঃখভোগ করার ইচ্ছা হল প্রকৃত শিষ্যত্বের প্রমাণ। কারণ, তার দ্বারা প্রকাশিত হয় যে, ঈশ্বরের বাক্য তাদের হৃদয়ে কাজ করে চলেছে। তাই, ***বিশ্বাসীরা যখন ভক্তিভাবে বা ঈশ্বরের বাক্য পালন করে জীবন ধারণ করে, তখন তাদের প্রতি তাড়না অবশ্যম্ভাবী*** (২তীমথিয় ৩:১২)। থিষলনীকীয়রা যে কেবল খ্রীস্টের জন্য দুঃখভোগ করতে ইচ্ছুক ছিল, তা নয়, তারা বাস্তবে দুঃখভোগ করেছিল। আর তার দ্বারা তারা অন্য খ্রীস্টবিশ্বাসীদের অনুকারী হয়েছে (যোহন ১৫:২০; ১৬:৩৩)। এর আগে, ১:৬ পদে, পৌল উল্লেখ করেছে যে, থিষলনীকীয়রা ক্লেশভোগের মধ্যেও সুসমাচার গ্রহণ করার দ্বারা প্রভু যীশু ও প্রেরিতদের অনুকারী হয়েছে। কিন্তু এখানে (২:১৪ পদে) তাদের এই দুঃখভোগ স্বীকারকে আরও এক দল মানুষের অনুকরণ বলা হয়েছে। হ্যাঁ, যিহূদিয়ায় খ্রীস্ট যীশুতে ঈশ্বরের যে সমস্ত মণ্ডলী আছে, থিষলনীকীয়রা তাদের অনুকারী হয়েছে। পৌল এখানে মণ্ডলী বলতে কেবল খ্রীস্টীয় মণ্ডলীকেই নির্দেশ করেছে; তাই তাদেরকে ***প্রভু যীশুতে ঈশ্বরের*** মণ্ডলী বলে অভিহিত করেছে। এখন, যীশুর পুনরুত্থান ও পঞ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মার অবতরণের পর প্রেরিতদের প্রচারের মাধ্যমে জেরুশালেমের অনেক ইহূদী যীশুকে বিশ্বাস করেছিল ও যিহূদিয়ার বিভিন্ন স্থানে যীশুতে বিশ্বাসীদের মণ্ডলী গড়ে উঠেছিল। এই সমস্ত মণ্ডলী তথা বিশ্বাসীদের প্রতি ইহূদী ধর্মাবলম্বীরা ব্যাপক অত্যাচার বা তাড়না শুরু করেছিল। সেই তাড়না সম্বন্ধে পৌল খুব ভালোকরেই ওয়াকিবহাল ছিল, কারণ সে নিজে খ্রীস্টবিশ্বাসীদের উপর সেই তাড়নায় অংশগ্রহণ করেছিল (গালাতীয় ১:১৩; প্রেরিত ৯:১, ১৩)। স্তিফান (প্রেরিত ৬-৭), যোহনের ভাই যাকোব (প্রেরিত ১২:২), পিতর (প্রেরিত ১২:৩) প্রভৃতিরা এই তাড়নার বলি হয়েছিল।

থিষলনীকীয় বিশ্বাসীরাও একইভাবে তাড়নাগ্রস্ত হয়েছিল। ২:১৪ পদানুসারে, তারা যে তাড়না ভোগ করেছিল, তা তাদের স্বজাতীয়দের দ্বারা সাধিত হয়েছিল। এর অর্থ, পৌল ও তার সঙ্গীরা থিষলনীকীতে থাকাকালীন তাদের উপর ইহূদীরা যে অত্যাচার করেছিল (প্রেরিত ১৭:৫-৮), তাকে নির্দেশ করা নয়; কিন্তু প্রেরিতরা তাদের ত্যাগ করার পর, তাদের স্বজাতীয়রা অর্থাৎ থিষলনীকীতে বসবাসকারী পরজাতিরা তাদের উপর যে অত্যাচার করেছিল, তাকেই নির্দেশ করা হয়েছে। ধরা যেতে পারে, গ্রিকদের মধ্যে যে সমস্ত মহিলা পৌল ও সীলের কথায় বিশ্বাস করে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল (প্রেরিত ১৭:৪), সেই সমস্ত মহিলার স্বামীরাই তাদের প্রতি তাড়নায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ধরা যেতে পারে, কেবল তাদের স্ত্রীদের নয়, পাশাপাশি অন্যান্য বিশ্বাসীদের (স্ত্রী বা পুরুষ নির্বিশেষে) বিরুদ্ধে তারা কুৎসা রটিয়ে, বিদ্রূপ করে, গালিগালাজ দিয়ে বা শারিরীক আঘাত হেনে তাদেরকে দুঃখ দিয়েছিল। আজকের দিনের জন্যও এই কথা একইভাবে প্রযোজ্য: মঙ্গলবার্তাকে ঈশ্বরের বাক্য বলে আমরা যদি সত্যিই গ্রহণ করে থাকি, তাহলে আমাদের চারপাশের মানুষদের কাছ থেকে অত্যাচারকে আমরা স্বীকার করতে দ্বিধা করব না।

১৫ পদে পৌল থিষলনীকীয়দের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, থিষলনীকীতে ইহূদীরা যেমন সেখানকার খ্রীস্টবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে পরজাতিদের উত্তেজিত করেছিল, ঠিক একইভাবে, এর আগে জেরুশালেমে তারা প্রভু যীশুকে হত্যা করতে পিলাতকে ব্যবহৃত করেছিল: ***''ইহূদীরা প্রভু যীশুকে এবং ভাববাদিদের বধ করেছিল, আবার আমাদেরও তাড়না করেছিল . . .।''*** পৌলের কথানুসারে, কেবল প্রভু যীশুকে নয়, পুরাতন নিয়মে তারা ভাববাদিদের এবং নতুন নিয়মে প্রেরিতদের (বিশেষতঃ পৌল, সীল ও তীমথিয়কে) তারা একইভাবে তাড়না করেছে। এর মূলে যে কারণ কাজ করেছে, তা হল, তারা সবই ***ঈশ্বরের বাক্য*** মানুষের কাছে প্রচার করেছে। এই তাড়না যে কেবল প্রেরিতদের পর্যন্ত ঘটেছে, তা নয়; কিন্তু মণ্ডলীর ইতিহাসে ধারাবাহিকভাবে খ্রীস্টবিশ্বাসী তথা ঈশ্বরের বাক্যের সত্য প্রচারকদের প্রতি তা ঘটে চলেছে। ফলস্বরূপ, কত বিশ্বাসীকে সিংহের খাদে ফেলা হয়েছে, জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে, দ্বিপান্তরে নির্বাসিত করা হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যের সত্য প্রচারকদের কেন এইভাবে অত্যাচারিত করা হয়? এর মূল কারণ হল: সুসমাচার **মানুষের অক্ষমতার** কথা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

বলে, **মানুষের মিথ্যা গর্বের** মুখোস খুলে দেয় এবং **বিনামূল্যে পাপীদের মুক্তি** দিয়ে থাকে। মানুষ যে তার পরিত্রাণে নিজে কিছুই করতে পারে না, তাকে **সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরে নির্ভর** করতে হয়, এ কথা পাপী মানুষ মেনে নিতে পারে না। তাই, যীশুতেই একমাত্র পরিত্রাণের সত্যকে তারা ঘৃণা না করে থাকতে পারে না; এ কথা তাদের কাছে ধর্মীয় গোঁড়ামি বা অসহিষ্ণুতা *(intolerance)* ঠেকে। কিন্তু তারা যদি বিষয়টিকে একটু মন দিয়ে চিন্তা করত, তাহলে তাদের সেই ভুল তারা সহজেই দেখতে পেত। ধরুন, আপনি আপনার অসুস্থতার কারণে অনেক ডাক্তার দেখিয়েছেন, কিন্তু তারা সবাই বলেছে, আপনি ভালো আছেন, তেমন কোনও চিন্তার কারণ নেই। কিন্তু একজন ডাক্তার বললেন, আপনার অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক আর একটি জীবনদায়ী ওষুধ ছাড়া বাঁচার কোনও উপায় নেই। আপনি কি সেই ডাক্তারের কথাকে গোঁড়ামী বা অসহিষ্ণুতার দোষে দোষী করবেন? না-কি, সেই জীবনদায়ী ওষুধ গ্রহণ করেবেন? ঠিক একইভাবে, আমরা যখন পবিত্র আত্মার দ্বারা নিজেদের প্রকৃত আধ্যাত্মিক পরিস্থিতি উপলব্ধি করি, তখন যীশুকেই একমাত্র পরিত্রাতা বলে বিশ্বাস, স্বীকার ও গ্রহণ করে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে সম্মান করে থাকি।

কিন্তু যারা ঈশ্বরের বাক্যকে অস্বাকীর করেছে, সেই সমস্ত ইহূদীদের ন্যায় তারা ***ঈশ্বরের তুষ্টিকর নয়, এবং সমস্ত মানুষের বিপরীত*** (১৫খ)। কেবল তাই নয়, ঈশ্বরের বাক্যের ঘৃণাকারীরা আরও একটা কাজ করে থাকে, আর তা হল, তারা অন্যদের কাছে ঈশ্বরের বাক্যের সত্য প্রচারকে বাধা দিয়ে থাকে। তাই, ১৬ক পদে পৌল লিখেছে, ***"তারা আমাদেরকে পরিজাতিদের পরিত্রাণের জন্য তাদের কাছে কথা বলতে বারণ করছে।"*** ইহূদীরা ধারাবাহিকভাবে সুসমাচার প্রচারকে বাধা দিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তারা সেই কাজে সফল হতে পারেনি। মথি ২৩:১৩-১৪ পদে, যীশু নিজে ইহূদী নেতাদের সম্মন্ধে এমন কথা বলেছিলেন, ***"হায় অধ্যাপক ও ফরীশীরা, কপটীরা, ধিক্ তোমাদের! কারণ তোমরা মানুষদের সামনে স্বর্গরাজ্য বন্ধ করে থাক; নিজেরাও তাতে প্রবেশ কর না, এবং যারা প্রবেশ করতে আসে, তাদেরকেও প্রবেশ করতে দাও না।"*** ধরা যেতে পারে, প্রেরিত ১৭:৫-৮ পদে, থিষলনীকীতে ইহূদীদের নেতৃত্বে যে দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল, পৌল এখানে সেই ঘটনাকেই নির্দেশ করেছে। সেই ঘটনার দ্বারা ইহূদী নেতারা পৌল ও তার সঙ্গীদের কাছে যে বার্তা দিতে চেয়েছিল, পৌল কিন্তু তাতে কান দেয়নি, সে ধারাবাহিকভাবে পরজাতিদের কাছে (বিরয়াতে, আথীনীতে, করিন্থে) সুসমাচার তথা ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করেছে।

ইহূদীরা তাদের এই কাজের দ্বারা ***তাদের পাপের পরিমাণ পূর্ণ করছে।*** আর তা যেহেতু ঈশ্বরের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি, সেইহেতু ***তাদের উপর (ঈশ্বরের) চূড়ান্ত ক্রোধ উপস্থিত হতে চলেছে*** (১৬খ)। এখানে ক্রোধ উপস্থিত হবার জন্য পৌল যে কাল *(Aorist Tense)* ব্যবহার করেছে, তার দ্বারা এই ঘটনা যে নিশ্চতভাবে বা সন্দেহাতীতভাবে ঘটতে চলেছে, তাকে নির্দেশ করা হয়েছে। অবশ্য, এইভাবে পৌল নিজের স্বজাতির পাপের কথা বলে যে খুব আনন্দ পাচ্ছে, তা নয়। পরিবর্তে, তার স্বজাতির এই পাপের পারিণাম পৌলের হৃদয়কে ভারী দুঃখ ও সর্বদা যাতনা দিচ্ছে (রোমীয় ৯:২)। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ইতিহাসের প্রতিটি যুগে ঈশ্বরের ***অনুগ্রহের নির্বাচন অনুসারে অবশিষ্টাংশ আছে*** (রোমীয় ১১:৫)। এইভাবে, সমস্ত যুগের এই ***অবশিষ্টাংশদের*** মিলিত অর্থ হল, ***সমস্ত ইস্রায়েলের পরিত্রাণ*** (রোমীয় ১১:২৬ক)।

ঈশ্বরের কথানুসারে, তাঁর কোনও বাক্য কাজ না করে মাটিতে পতিত হবে না। আমরা কি সেই বাক্যকে ঈশ্বরের বাক্য জ্ঞান করে গ্রহণ করেছি। তা যদি করে থাকি, তাহলে আমাদের মধ্যে পরিবর্তন আসতে বাধ্য। আর সেই পরিবর্তন আমাদেরকে খ্রীস্টের জন্য দুঃখভোগ করতে সাহস যোগাবে। আর তার দ্বারাই আমরা আমাদের প্রকৃত খ্রীস্টবিশ্বাসের পরিচয় দেব।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com